কালের কণ্ঠ

তারিখ 15 MAR 2018
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ২

বন্দরে মাদরাসার ৩০ শিক্ষার্থীকে জুতাপেটা

সভাপতি ও শিক্ষকের শাস্তি দাবিতে বিক্ষোভ

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি ▷ নারায়ণগঞ্জের বন্দরে মুছাপুর দারুসুন্নাহ দাখিল মাদরাসার ৩০ শিক্ষার্থীকে জুতাপেটা করার ঘটনায় ক্লাস বর্জন করে বিক্ষোভ করেছে শিক্ষার্থীরা। গতকাল বুধবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বিক্ষোভকালে শিক্ষার্থীরা মাদরাসার অভিযুক্ত সভাপতি শাহাদৎ হোসেন ও আরবি শিক্ষক আব্দুস সালামের অপসারণসহ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করে। পরে তারা থানায় গিয়ে অভিযোগ দেয়।

শিক্ষার্থীরা জানায়, গত বৃহস্পতিবার দশম শ্রেণির ছাত্র সাজ্জাদ পাঞ্জাবির সঙ্গে প্যান্ট পরে মাদরাসায় আসায় আরবি শিক্ষক আব্দুস সালাম তাকে মারধর করেন। 'এ ঘটনায় ছাত্ররা প্রতিবাদ করায় গত মঙ্গলবার বিকেলে ম্যানেজিং কমিটির সভা চলাকালে বিনা এজেন্ডায় সালাম মাস্টার বিষয়টি উত্থাপন করেন। এতে মাদরাসা ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি শাহাদৎ হোসেন দশম শ্রেণির ৩০ ছাত্রকে প্রকাশ্যে মাঠে দাঁড় করিয়ে জুতাপেটা করেন। এ ঘটনার পর সভাপতি আর মাদরাসায় আসেননি।'

তবে মাদরাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা মহিউদ্দিন জানান, ছাত্ররা উচ্ছৃঙ্খল আচরণ, নারী শিক্ষকের সঙ্গে অশোভন আচরণ ও খারাপ মন্তব্য করায় সভাপতি কয়েকজন ছাত্রকে জুটাপেটা করেছেন। আব্দুস সালাম বলেন, 'ছাত্ররা শিক্ষিকার সাথে বাজে আচরণ করায় সংশ্লিষ্ট কয়েকজনকে ম্যানেজিং কমিটির সামনে হাজির করা হয়। সেখানে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গেলে তাদের শাস্তি দেওয়া হয়।'

বন্দর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আ ক ম নুরুল আমিন বলেন, 'শিক্ষার্থীরা অন্যায় করলে তাদের অভিভাবকদের ডেকে এনে বিচার দিতে পারত। শিক্ষার্থীদের জুটাপেটা শাসন নয়, এটা অপরাধ। এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

মুছাপুর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান মাকসুদ হোসেন বলেন, 'আমরা এ বিষয়ে অভিভাবক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে সুষ্ঠু বিচার করে দেব—এই আশ্বাসে শিক্ষার্থীরা শান্ত হয়েছে। এখন আর বিশৃঙ্খলা নেই মাদরাসায়।'

বন্দর থানার ওসি শাহীন মণ্ডল বলেন, 'ইউপি চেয়ারম্যান সমাধানের দায়িত্ব নিয়েছেন। সমাধান না হলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং...............
তারিখ...............

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম ম্যানেজার	
সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর